

১৫ নভেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত রিজেন্ট বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভায় অনুমোদিত 'নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের নিয়মাবলী' :

১. সূচনা :

ক. “বিশ্ববিদ্যালয়” বলতে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাবে।

খ. “হল” বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহকে বুঝাবে।

গ. “ছাত্র” বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র ও ছাত্রীকে বুঝাবে।

ঘ. এ নিয়মাবলী অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক হলের ছাত্র/ছাত্রীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

ঙ. প্রত্যেক হলের প্রাঙ্গণে অবস্থিত অথবা ইহার জন্য ব্যবহৃত সকল জিনিসই (ছাত্রদের নিজস্ব সম্পদ ছাড়া) সে হলের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।

চ. যে সম্পদ ছাত্রদের হলে সীট বরাদ্দ দেয়া হবে তাদেরকে আবাসিক ছাত্র বলা হবে। অন্যান্যরা অনাবাসিক ছাত্র হিসেবে গণ্য হবে তবে প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন না কোন হলে সংযুক্তি থাকতে হবে।

ছ. আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্রদের উভয়কেই তাদের স্ব স্ব শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য নিয়ম-কানুনসমূহ মেনে চলতে হবে।

জ. ভাইস-চ্যান্সেলর মনোনীত হল প্রভোস্ট হলের সামগ্রিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে বিবেচিত হবেন। প্রয়োজন হলে তিনি কোন সমস্যার সমাধানে ভাইস-চ্যান্সেলরের সাহায্য নিতে পারবেন। প্রভোস্টের কাজে সাহায্য করার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর এক বা একাধিক সহকারী প্রভোস্ট নিয়োগ করবেন।

ঝ. হল পরিচালনার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত সহকারী প্রভোস্ট ও অন্যান্য কর্মচারীগণ যথাক্রমে হলের কর্মকর্তা-কর্মচারী বলে গণ্য হবে। হল সংক্রান্ত কাজ কর্মের জন্য তারা প্রভোস্টের নিকট দায়ী থাকবে।

২. ভর্তির নিয়মাবলী :

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন হলে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে আবাসিক অথবা অনাবাসিক ছাত্র হিসেবে ভর্তি হতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের শুরুতে হলে ভর্তি/পুনঃভর্তি হতে হবে।

খ. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রকে হলে সীট প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

গ. হলের সীট খালি থাকলে অনাবাসিক ছাত্ররা আবাসিক ছাত্র হিসেবে ভর্তির আবেদন করবেন। হল কর্তৃপক্ষ তাদের সীট নির্দিষ্ট করবেন। স্ব স্ব সীট ধার্য না হওয়া পর্যন্ত কেউ হলে সীট গ্রহণ করতে পারবে না।

ঘ. প্রত্যেক আবাসিক/অনাবাসিক ছাত্রকে তার অভিভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে) হল অফিসে জমা দিতে হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে নিজ দায়িত্বে পুনরায় হল অফিসে নতুন ঠিকানা জানাতে হবে।

৩. সাধারণ নিয়ম-কানুন (আবাসিক ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য) :

ক. আবাসিক ছাত্ররা হলে সীট বরাদ্দের নিয়ম অনুযায়ী সীট পাবে এবং অনাবাসিক ছাত্ররা হলে কোন সীট পাবে না এবং অন্যের সীটেও স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে থাকতে পারবে না।

খ. ডিগ্রী অর্জন শেষে হলের সকল হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হওয়ার পর জামানতের টাকা ফেরত নেয়া যাবে।

গ. সীট বরাদ্দ করার সাথে সাথে প্রত্যেক ছাত্রকে কিছু নির্দিষ্ট আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র একটি নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষরের মাধ্যমে দেয়া হবে। সীটে থাকাকালীন সময়ে ঐ সকল আসবাবপত্র তার হেফাজতে থাকবে। সীট ত্যাগ করার সময় তাকে ঐ সকল আসবাবপত্রসহ প্রত্যেকটি জিনিস কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং কোন প্রকার ক্ষতি হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ (কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবেন) দিতে বাধ্য থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে হল ত্যাগ করার সময় প্রত্যেক ছাত্রকে তার আসবাবপত্রসহ অন্যান্য জিনিস (যদি থাকে) হলে নিজ দায়িত্বে রেখে গুছিয়ে রেখে যেতে হবে এবং মূল্যবান ব্যক্তিগত সামগ্রী নিরাপদ স্থানে নিজ দায়িত্বে রেখে অথবা সাথে নিয়ে যেতে হবে।

ঘ. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বরাদ্দ সীট পরিবর্তন করা যাবে না।

ঙ. বিশ্ববিদ্যালয় হতে কোন ছাত্র বহিস্কৃত হলে, হলে সীটের অধিকার হারাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে হল ত্যাগ করতে বাধ্য থাকবে।

চ. হলে বসবাসকারী প্রত্যেক ছাত্র নির্ধারিত হারে হলের জন্য দেয় বিভিন্ন ফি সময়মত দিতে বাধ্য থাকবে।

ছ. বিশ্ববিদ্যালয় খেলা অবস্থায় কোন ছাত্র যদি এক বা একাধিক দিনের জন্য হলের বাইরে অবস্থান করতে চায় তবে তাকে পূর্বেই হল কর্তৃপক্ষের নিকট হতে লিখিতভাবে অনুমতি নিতে হবে।

জ. হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ডাইনিং-এ খেতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অথবা পরে ডাইনিং-এ খাবার সংরক্ষিত থাকবে না।

ঝ. হলের আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কক্ষান্ডর করা যাবে না।

ঞ. কোন ছাত্র হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে হলে নিজস্ব কোন আসবাবপত্র/সামগ্রী আনতে পারবে না।

ট. বৈদ্যুতিক সংযোগসমূহের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং হিটার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঠ. কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন সরঞ্জামে বৈদ্যুতিক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন প্রকার ব্যক্তিগত পশু-পক্ষী হলের সীমানার মধ্যে পালন করা যাবে না।

ড. হলের কোন ছাত্রের পড়াশোনা বা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এমন কোন যন্ত্র নিজ কক্ষে ব্যবহার করা যাবে না।

ঢ. হল সাধারণ কক্ষ (Common Room) ও অন্যান্য নির্ধারিত স্থান ছাড়া হলের অন্য কোন জায়গায় কোন প্রকার খেলাধুলা করা যাবে না।

ণ. হলের আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে কোন প্রকার অসামাজিক, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের আইন ও শৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপ, আচরণ বা ভাষণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ত. নিজ কক্ষ ও তার আশ-পাশ পরিষ্কার রাখা প্রত্যেক ছাত্রের নৈতিক দায়িত্ব। হলের আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, দেয়াল ইত্যাদিতে লেখা, পোস্টার লাগানো এবং এগুলোর কোনরূপ ক্ষতিসাধন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অবশ্য কোন কক্ষের সদস্যগণ তাদের নাম রোল নম্বর ইত্যাদি এক টুকরো ছোট কাগজে লিখে টেপের সাহায্যে নিজ কক্ষের দরজায় লাগাতে পারবে।

থ. কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্য বিশেষ কোন কারণ ছাড়া কোন সদস্য রাত ১১.০০টার পরে হলের বাইরে থাকতে পারবে না। কোন সদস্য যদি হলের বাইরে রাত কাটাতে চায় তবে পূর্বেই তাকে হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

দ. হলে কোন ছাত্র নিজ কক্ষে টিভি, ডিশ এন্টেনার লাইন অথবা এসি লাগাতে পারবে না।

অতিথি কক্ষ :

ক. দর্শনার্থীদের সাধারণত অতিথি কক্ষে নির্ধারিত সময়ের (সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট) মধ্যে সদস্যদের সাথে সাক্ষত করতে দেয়া হবে। তবে একই দর্শনার্থী কোন মাসে একবারের বেশি আসতে অগ্রহী হলে তাকে কর্তৃপক্ষে পূর্বানুমতি নিতে হবে।

খ. মহিলা দর্শনপ্রার্থীদের জন্যও উপরোক্ত (ক) এ বর্ণিত নিয়ম প্রযোজ্য। তবে কোন মহিলা দর্শনার্থী কোন অবস্থাতেই ছাত্রদের হলের ভেতরে প্রবেশ এবং কোন পুরুষ দর্শনার্থী ছাত্রীদের হলে প্রবেশ করতে পারবে না।

৪. সাধারণ নিয়ম-কানুন (অনাবাসিক ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) :

ক. প্রত্যেক ছাত্র নির্ধারিত হারে হলে দেয় বিভিন্ন ফি সময়মত দিতে বাধ্য থাকবে।

খ. তারা হলের সাধারণ কক্ষের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা আবাসিক ছাত্রদের ন্যায় ভোগ করতে পারবে।

গ. হলের পক্ষে তারা সকল খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঘ. সাধারণভাবে তারা হলের কোন ছাত্রের কক্ষে অবস্থান করতে পারবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কক্ষস্থ আবাসিক ছাত্রদের সম্মতিক্রমে ও হল কর্তৃপক্ষে অনুমতিসাপেক্ষে তাদের কক্ষে সাময়িকভাবে অবস্থান করতে পারবে।

ঙ. হলের বার্ষিক প্রীতিভোজ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

চ. তবে অনাবাসিক ছাত্র ডাইনিং-এ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে হল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিয়ে ডাইনিং চার্জ জমা দিয়ে হলে খেতে পারবে এবং তাকে জামানত ছাড়া হলের সকল পাওনাদি পরিশোধ করতে হবে।

৫. ফ্লোর মনিটর :

হলের প্রত্যেক তলায় একজন করে ফ্লোর মনিটর থাকতে পারে। ফ্লোর মনিটর হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত তলার ছাত্রদের মধ্য হতে নিঃ বর্ণিত যোগ্যতা ও গুণাবলীর ভিত্তিতে মনোনীত হবে :

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত ছাত্রদের লেখাপড়ার অগ্রগতি, ফলাফল ও সকল প্রকার আচরণ।

খ. হলে উক্ত ছাত্রের সকল প্রকার আচরণ।

ফ্লোর মনিটরের দায়িত্ব :

ক. নিজ আওতাভুক্ত তলার ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং অসুবিধার প্রতি হল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও সমাধানে সহায়তা করা।

খ. হলের সাধারণ আইন-শৃংখলা রক্ষা করতে ও ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা।

গ. অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছাত্রদের নিরস্ত করা। হলে অবাস্তিত কোন ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দিলে সে বিষয়ে প্রভোস্টকে ত্বরিত অবহিত করা।

৬. ডাইনিং :

প্রত্যেক আবাসিক ছাত্রকেই হলের ডাইনিং-এর সদস্য হতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।

ক. হলের ছাত্র/ছাত্রীদের প্রত্যেক মাসের মেসিং চার্জ উক্ত মাসের ২০ (বিশ) তারিখের মধ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। সংযুক্ত ছাত্ররা হলের ডাইনিং-এ খেলে তাদের জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। উক্ত তারিখের মধ্যে টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে ১০ (দশ) টাকা জরিমানা দিতে হবে। উক্ত মাসের মধ্যে টাকা জমা দিতে না পারলে পরবর্তী মাসে অতিরিক্ত ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা দিতে হবে। দ্বিতীয় মাসেও টাকা জমা দিতে না পারলে তৃতীয় মাসে তার খাওয়া বন্ধ/হলের সীট বাতিল করা হবে।

খ. একজন ছাত্র হল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি এবং চলতি মাসের হল ডিউজ জমা দেয়াসাপেক্ষে মাসে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) দিন মিল বন্ধ রাখতে পারবে এবং ২১ (একুশ) তম দিন হতে হলে না খেলে পরবর্তী দিনগুলোর জন্য জমাকৃত টাকা ফেরত পাবে না। সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) দিন না খেলে পরবর্তী মাসে তার জমাকৃত টাকা হতে প্রতিদিন অতিরিক্ত ২ (দুই) টাকা কেটে রেখে বাকী টাকা ফেরত পাবে।

গ. যে সকল ছাত্র মিল বন্ধ রাখবে তাদের পাওনা টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের পর ফেরত পাবে অথবা পরবর্তী মাসের জন্য জমা থাকবে (ফেরত প্রদানের নিয়ম হল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেবে)।

ঘ. কোন ছাত্র অসুস্থতার কারণে পূর্বানুমতি নিয়ে হলে সম্পূর্ণ মাস না খেলে তাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। এক্ষেত্রে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারের নিকট হতে মেডিকেল সার্টিফিকেট অবশ্যই হল অফিসে জমা দিতে হবে।

ঙ. কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া (স্বাস্থ্যগত কারণ) ডাইনিং চলাকালীন সময়ে কোন ছাত্রই ডাইনিং ও ডাইনিং বহির্ভূত খাবার (সকাল, দুপুর ও রাত্রি) কক্ষে নিয়ে যেতে পারবে না এবং তাকে ডাইনিং-এ খেতে হবে।

৭. হলের ডাইনিং পরিচালনা :

প্রত্যেক হলের ডাইনিং পরিচালনার জন্য ডাইনিং ম্যানেজিং কমিটি নামে একটি কমিটি থাকবে। এ কমিটি সাধারণত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট হবে। প্রয়োজনে কম-বেশি হতে পারে। হল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিগত টার্মের জিপিএ ও অর্জিত ক্রেডিটের ভিত্তিতে আলোচনাসাপেক্ষে এ কমিটি গঠন করবেন। এ কমিটির মেয়াদ সাধারণত এক শিক্ষাবর্ষ হবে। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় এ কমিটি ভেঙ্গে দিতে এবং নতুন কমিটি গঠন

করতে পারবেন। প্রতি মাসে মেস পরিচালনার জন্য আবাসিক ছাত্রদের মধ্য থেকে ২ (দুই) জন মেস ম্যানেজার নিয়োগ করা হবে। মেস ম্যানেজারগণ তাদের খাওয়ার জন্য প্রদত্ত মেন্সিং এর টাকা ফেরত পাবে।

ডাইনিং ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব :

ক. হলের ডাইনিং এর সুষ্ঠু পরিচালনা ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এ কমিটি হল কর্তৃপক্ষের পরামর্শে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবে। হলের সাধারণ ছাত্ররা তাদের ডাইনিং সম্বন্ধীয় সকল অভিযোগ ডাইনিং ম্যানেজারকে না জানিয়ে ডাইনিং ম্যানেজিং কমিটিকে জানাবে। এ কমিটি হল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ. ডাইনিং সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ব্যাপারে তারা সাধারণ ছাত্রদের সাথে মাঝে মাঝে মিলিত হবে এবং হল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করবে।

গ. সাধারণ ছাত্রদের ডাইনিং সংক্রান্ত রিপোর্ট তারা হল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করবে।

৮. ক্রীড়া কমিটি :

প্রত্যেক হলে খেলাধুলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হল কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য সাধারণত ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকতে পারে। হল কর্তৃপক্ষ একাডেমিক/খেলাধুলার পারদর্শীতার দিক বিবেচনা করে এ কমিটি গঠন করবে।

৯. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কমিটি :

প্রত্যেক হলে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হল কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য সাধারণত ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকতে পারে। হল কর্তৃপক্ষ একাডেমিক/সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পারদর্শীতার দিক বিবেচনা করে এ কমিটি গঠন করবে।

১০. সাধারণ কক্ষ/টিভি কক্ষ :

ক. সাধারণ কক্ষ/টিভি কক্ষের কোন জিনিস কক্ষের বাইরে নেয়া যাবে না। কোন জিনিস ক্ষতি হলে তৎক্ষণাৎ ক্রীড়া কমিটিকে জানাতে হবে। তারা এ ব্যাপারে হল কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে সমাধা করবে।

খ. খবরের কাগজ/ম্যাগাজিন সাধারণ কক্ষে থেকে পড়তে পারবে। কোন অবস্থাতেই নিজ কক্ষে নেয়া যাবে না এবং পরবর্তী দিন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কমিটি উক্ত খবরের কাগজ হল অফিসে জমা দিবে।

গ. হলের কোন দৈনিক খবরের কাগজ পরিবর্তন করতে হলে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কমিটি সাধারণ ছাত্রদের সাথে আলোচনা করে হল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে পরিবর্তন করতে পারবে।

ঘ. সকল ছাত্রের জন্য নির্ধারিত কোন ছুটি (কমপক্ষে দুই সপ্তাহ) থাকলে টিভি কক্ষ/সাধারণ কক্ষ বন্ধ থাকবে।

ঙ. টিভি কক্ষ সাধারণত রাত ১২.০০টার পর বন্ধ থাকবে।

১১. হল লাইব্রেরী :

ক. প্রত্যেক হলে একটি লাইব্রেরী থাকবে। উক্ত লাইব্রেরী হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত লাইব্রেরী কমিটি অথবা নির্দিষ্ট কর্মচারীর মাধ্যমে পরিচালনা করবে। উক্ত কমিটি বা কর্মচারী বইয়ের হিসাব, ছাত্রদের নামে বই ইস্যু ইত্যাদি কাজ করবে। প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের শেষে বইয়ের হিসাব হল কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেবে।

খ. বই ইস্যু করার সিডিউল হল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে এবং বিজ্ঞপ্তিফলকে প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

গ. প্রয়োজনে প্রতি শিক্ষাবর্ষে শেষ হল কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরী বইয়ের অডিট করাতে পারবে।

১২. ছাত্রীদের জন্য বিশেষ নিয়মাবলী :

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীদেরকে অন্যান্য নিয়মসহ নিবর্ণিত বিশেষ নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে :

ক. সেশনালের বা থিসিসের সাথী কোন ছাত্রের (লেখার ব্যাপারে) সাহায্যের প্রয়োজন হলে শ্রেণীকক্ষে অথবা বিকেলে লাইব্রেরীতে দেখা করতে পারবে। এ ব্যাপারে ছাত্রদের হলে যাতায়াত করা যাবেনা বা কোন ছাত্রকে ছাত্রী হলে ডাকা যাবেনা। যদি কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় তবে কর্তৃপক্ষ তার/তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

খ. ক্লাশের সময় অথবা ছুটির দিন ছাড়া প্রতিষ্ঠানের বাইরে ৩ (তিন) ঘণ্টা সময়ের জন্য যেতে হলে ছাত্রী হলের গেটে রক্ষিত খাতায় (গন্ডুব্যস্ত্রল এবং যাওয়া ও ফেরত আসার সম্ভাব্য সময় উল্লেখ্যপূর্বক) লিখতে হবে।

গ. ক্যাম্পাসের বাইরে ৩ (তিন) ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় কোন আত্মীয়-স্বজনের/নিজের বাড়ীতে যেতে হলে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে লিখিতভাবে পূর্বানুমতি নিতে হবে।

ঘ. সাধারণভাবে সন্ধ্যার পূর্বে সকল ছাত্রীকে হলে ফেরত আসতে হবে। বিশেষক্ষেত্রে হল প্রভোস্টের অনুমতি নিয়ে সর্বোচ্চ রাত ৮.০০ মিনিট পর্যন্ত হলের বাইরে থাকতে পারবে।

ঙ. রাতে লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করতে হলে লাইব্রেরীর নির্ধারিত পড়াশোনার স্থান ছাড়া অন্য কোথাও অবস্থান করতে পারবেনা। এর ব্যতিক্রম হলে কর্তৃপক্ষ তার/তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

চ. অনুমোদিত অভিভাবক বা অতিথির পরিচয় (ছবিসহ) হল কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্বেই জমা দিতে হবে।

ছ. অনুমোদিত অভিভাবক/অতিথি ব্যতিত অন্য কেউ ছাত্রী হলে এসে ছাত্রীদের সাথে সাক্ষাত করতে পারবেনা। অনুমোদিত অভিভাবক/অতিথি গার্ডের নিকট রক্ষিত খাতায় নাম, স্বাক্ষর, ছাত্রীর সাথে সম্পর্ক ও আসা-যাওয়ার সময় উল্লেখ্য করবেন। অতিথিবৃন্দ শুধুমাত্র দিনের বেলায় সর্বোচ্চ ১ (এক) বার প্রতি সপ্তাহে দেখা করতে পারবেন।

জ. কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় যে সমস্ত নির্দেশ প্রদান করবেন তাও মেনে চলতে হবে।

১৩. আবাসিক হলের সীট বন্টনের নিয়মাবলী :

হলে সীট খালি হলে নিবর্ণিত নিয়মে সীট বরাদ্দ দেয়া হবে :

ক. কোন কক্ষে ১/২টি সীট খালি থাকলে ঐ কক্ষে অবস্থানকারী ছাত্রবৃন্দ ৪র্থ/৩য় বর্ষের ছাত্রদের মধ্য হতে রসমমেট পছন্দ করতে পারবে।

খ. ৪র্থ/৩য় বর্ষের ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করে এবং কক্ষ উল্লেখ্য করে আবেদন করতে পারবে তবে কোন কক্ষের জন্য বর্তমান অবস্থানকারী বোর্ডারের গ্রুপকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হবে। যদি কোন কক্ষ সম্পূর্ণ খালি হয় এবং একের অধিক আবেদনপত্র জমা পড়ে সেক্ষেত্রে ৪র্থ বর্ষকে ৪ এবং ৩য় বর্ষকে ৩ পয়েন্ট ধরে সর্বমোট বেশি পয়েন্টধারী গ্রুপকে কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হবে। দুই গ্রুপের পয়েন্ট সমান হলে প্রথমে গ্রুপভিত্তিক অর্জিত ক্রেডিট হিসেবে এবং অর্জিত ক্রেডিটও সমান হলে যাদের সর্বমোট ক্রেডিট ওয়েট বেশি হবে তাদের বরাদ্দ দেয়া হবে।

গ. ৪র্থ এবং ৩য় বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে কক্ষ বন্টনের পর যে সকল সীট খালি থাকবে ঐ সীটগুলো প্রথমে ২য় বর্ষের ছাত্রদের দ্বারা পূরণ করা হবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী টার্মের পরীক্ষার ফলাফলে অর্জিত ক্রেডিটের ভিত্তিতে তাদের পছন্দের মাধ্যমে সীট বন্টন করা হবে। দুই জন ছাত্রের অর্জিত ক্রেডিট সমান হলে তাদেরকে পূর্ববর্তী টার্মের জিপিএ'র মাধ্যমে এ নিয়মের আওতায় আনা হবে। এর পর প্রথম বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে (বিভাগওয়ারী) ভর্তি পরীক্ষার মেধার ভিত্তিতে অবশিষ্ট সীটগুলো বন্টন করা হবে।

ঘ. বিদেশী ছাত্ররা একত্রে গ্রুপ করে থাকতে পারবে। তবে ৪ জন- ৪ জন করে বরাদ্দ দেয়ার পর ১/২ জন অতিরিক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। এছাড়াও সীট বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দিলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। হলে ভর্তিকৃত প্রত্যেক ছাত্রদের অত্র নিয়মাবলীতে লিখিত সকল আইন-কানুন এবং প্রয়োজনবোধে হল প্রভোস্টের বিশেষ সাময়িক আদেশ-নির্দেশও মেনে চলতে হবে। আদেশ অমান্যকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি হল বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিস্কার। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী প্রভোস্ট শৃংখলা বিধি অনুযায়ী জরিমানা করা থেকে শুরু করে হল হতে সাময়িকভাবে বহিস্কার পর্যন্ত করতে পারবেন।

স্বাক্ষরিত

(জনাব মো: জাবেদ হোসেন)

প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত) ভাষা শহীদ আবদুস সালাম হল ও আহ্বায়ক
নোবিপ্রবি'র আবাসিক হলের নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটি

স্বাক্ষরিত

(জনাব মুহাম্মদ হানিফ মুরাদ)

প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) ও সদস্য
নোবিপ্রবি'র আবাসিক হলের নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটি

স্বাক্ষরিত

(জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম)

প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত) হযরত বিবি খাদিজা হল ও সদস্য
নোবিপ্রবি'র আবাসিক হলের নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটি